মেহেরপুর-১ আসনে ৬ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন না থাকায় বিএনপির তিন প্রার্থী অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, আমিরুল ইসলাম ও রোমানা আহমেদ, সিপিবি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান; স্বাক্ষর ও আয়কর তথ্যের গড়মিল থাকায় এনসিপি প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা, এছাড়া এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন স্বাক্ষর না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমানের মনোনয়ন বাতিল করেছেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর।

শনিবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর-১ আসনে দাখিলকৃত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে এ ছয় প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তারিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান এবং জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোঃ এনামুল হক উপস্থিত ছিলেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবীর জানান, বিএনপির প্রার্থীদের দলীয় মনোনয়নপত্র জমা না থাকায়, এনসিপি ও সিপিবি প্রার্থীদের আয়কর সংক্রান্ত তথ্যে গড়মিল থাকায় এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমান প্রয়োজনীয় এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন স্বাক্ষর জমা না দেওয়ায় তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তবে বাতিল হওয়া প্রার্থীরা চাইলে নির্বাচন কমিশনে আপিল করতে পারবেন।

মেহেরপুর-২ আসনে ৩ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

মেহেরপুর-২ আসনে ৩ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। বৈধ ঘোষিত প্রার্থীরা হলেন বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াত

প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকী।

শনিবার সকাল ১২টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর-২ আসনে দাখিলকৃত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে এই তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে কিছু ত্রুটি থাকায় সকালে যাচাই-বাছাই শেষে বিকেল পর্যন্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়।

পরে ত্রুটি সংশোধন করে মনোনয়নপত্র জমা দিলে তিন প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়।

মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই কালে বাতিল হওয়া প্রার্থীদের বাইরে সকল প্রার্থী ও তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর-১ আসনে ৩ প্রার্থীর মেহেরপুর বৈধ ঘোষণা

মেহেরপুর-১ আসনে ৩ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। বৈধ ঘোষিত প্রার্থীরা হলেন বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুন, জামায়াত প্রার্থী মোঃ তাজউদ্দিন খান এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোঃ আব্দুল হামিদ।

শনিবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর-১ আসনে দাখিলকৃত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে এই তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে কিছু ত্রুটি থাকায় সকালে যাচাই-বাছাই শেষে বিকেল পর্যন্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়। পরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রুটি সংশোধন করে পুনরায় জমা দিলে বিকেলে তাদের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মেহেরপুরের দুটি আসনে যাচাই-বাছাইয়ে ৫ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসারের উপস্থিতিতে এ যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

এ সময় জমাকৃত নথিতে ত্রুটি থাকায় মেহেরপুর-১ আসনের পাঁচজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। অপরদিকে মেহেরপুর-১ আসনের চারজন এবং মেহেরপুর-২ আসনের তিনজন প্রার্থীকে ত্রুটি সংশোধনের জন্য সময় দেওয়া হয়। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বিকেল ৪টা পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়।

মেহেরপুর-১ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরূন, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খান, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (সিপিবি) মনোনীত প্রার্থী মিজানুর রহমান এবং জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী আব্দুল হামিদকে ত্রুটি সংশোধনের সময় দেওয়া হয়।

এ ছাড়া মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী আব্দুল বারীকেও ত্রুটি সংশোধনের শর্তে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সময় প্রদান করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে বিভিন্ন কারণে একাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়।

দলীয় মনোনয়ন না থাকায় কামরুল হাসান, আমিরুল ইসলাম ও রোমানা আহমেদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমান মোবুর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন না থাকা এবং ২০ নম্বর ফরম যথাযথভাবে পূরণ না করায় এনসিপি মনোনীত প্রার্থী সোহেল রানার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়।

[redacted]

[redacted]

২৭তম বিসিএস ক্যাডার হয়েও যোগদান করলেন না শফিকুল ইসলাম

২৭ তম বিসিএস এ কৃষি ক্যাডার হিসেবে নিয়োগ পেলেও যোদান করলেন না মেহেরপুরের কৃতি সন্তান আনছার কমান্ড্যান্ট শফিকুল ইসলাম। তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের মৃত নাসির উদ্দিনের ছেলে।

শফিকুল ইসলাম ২৭ তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ২০০৭ সালে কৃষি ক্যাডারে মেধা তালিকায় ১৫৩ তম স্থান লাভ করেন। তৎকালীন সময়ে ২৭ তম বিসিএস থেকে ১০৩৭ জনকে চাকুরী হতে বাদ দেয়া হয়। বর্তমান অন্তবর্তী সরকার গঠনের পর সুপ্রিম কোর্টের রায় মোতাবেক ১৮ বছর পর ২৭ তম বিসিএস এর মাধ্যমে জ্যেষ্ঠতা দিয়ে সকল বঞ্চিতদের নিয়োগ দিতে বলা হয়। সে মোতাবেক গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে শফিকুল ইসলামকে কৃষি ক্যাডারে যোগদান করার জন্য পিএসসি সুপারিশ করে এবং গত ১ জানুয়ারি যোগদান করার জন্য বলা হয়। কিন্তু তিনি আর ক্যাডার পদে যোগদান করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেন।

শফিকুল ইসলাম বর্তমানে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপপরিচালক পদমর্যাদায় পটুয়াখালী জেলা কমান্ড্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ ১৮ বছরে বাহিনী, সহকর্মী, বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের ভালবাসা ও মায়া ত্যাগ করে তিনি ক্যাডার পদে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত।

শফিকুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার ১৯৯১ সালে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, ১৯৯৩ সালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি, ২০০১ সালে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিতে অনার্স এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ থেকে সয়েল সায়েন্স বিষয়ে ১ম শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

আমজাদ হোসেনের বার্ষিক আয় ৯ লাখ ২৬ হাজার টাকা স্থাবর ১ কোটি ৬৬ লাখ, অস্থাবর সম্পদ ১০ কোটি

মেহেরপুর—২(গাংনী) আসনের বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের বার্ষিক আয় ৯ লাখ ২৬ হাজার টাকা, অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৬৬ লাখ ৯৯ হাজার ৯৬৮ টাকা, স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে ১০ কোটি টাকার।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য মেহেরপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে দেওয়া হুলফনামায় তিনি এই তথ্য দিয়েছেন।

আমজাদ হোসেনের হলফনামা বিশ্লেষণ করে আরও জানা গেছে, তিনি বার্ষিক ৯লাখ ২৬ টাকা আয় করেন, তার মধ্যে কৃষি খাত থেকে ১লাখ ২৭ হাজার ৫শ টাকা , বাড়ি ভাড়া থেকে ৬৩ হাজার টাকা এবং ব্যবসা থেকে ৭ লাখ ৩৫ হাজার ৫শ টাকা আয় করেন।

তাঁর হাতে নগদ টাকা রয়েছে ১ কোটি ৩২ লাখ ৩৯ হাজার ৭৯৯ টাকা, অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ১১ তোলা সোনা যার মূল্য দেখিয়েছেন ২ লাখ ৫২ হাজার ৫শ টাকা, পুরাতন ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক পণ্য ও আসবাবপত্র বাবদ দেখিয়েছেন ৮৮ হাজার ৫শ টাকা, একটি দুইনলা বন্দুক যার মূল্য ৫০ হাজার টাকা এবং একটি পিস্তুল যার মূল্য দেখিয়েছেন ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। সবমিলিয়ে আনুমানিক অস্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন ১ কোটি ৬০ লাখ ৪২ হাজার ২৯৯ টাকা।

স্থাবর সম্পদের মধ্যে পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত ২৫ বিঘা জমি পেয়েছেন যার মূল্য অজানা উল্লেখ করেছেন, ২৭ শতক কৃষি জমি মূল্য দেখিয়েছেন ২ হাজার টাকা, অকৃষি জমির মধ্যে ঢাকার পূবার্চলে ১০ কাঠা জমির মূল্য দেখিয়েছেন ৩৩ লাখ ১০ হাজার ২০ টাকা, এলাকায় সাড়ে ২৪ শতকের একটি জমি রয়েছে মূল্য দেখিয়েছেন ৯৫ হাজার টাকা, পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত ৩ বিঘা বাড়ির জমির মূল্য দেখাননি।

গাংনী শহরে ৩ তলা বাড়ি যার মূল্য দেখিয়েছেন ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা, টিনসেড গোডাউনের মূল্য দেখিয়েছেন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা হিসেবে ইটভাটা দেখিয়েছেন যার মূল্য দেখিয়েছেন ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। সবমিলিয়ে স্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন ১০ কোটি টাকা।

স্ত্রীর নামে স্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন ১ কোটি টাকা। যার মধ্যে সাড়ে ২৪ শতকের অকৃষি জমি ৯৮ হাজার টাকা, সাড়ে ১২ শতক জমিসহ দুই তলা ভবন ৮ লাখ ৯৩ হাজার টাকা। যে গুলো অর্জনকালীন সম্পদ হিসেবে দেখিয়েছেন।

আমজাদ হোসেনের নামে মেহেরপুর পূবালী ব্যাংকে ঋণ আছে ১৭ লাখ ২৭ হাজার ৮৫১ টাকা। আয়কর বিবরণিতে তিনি বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন ৯ লাখ ২৬ হাজার টাকা, মোট সম্পদ দেখিয়েছেন ১ কোটি ৬৬ লাখ ৯৯ হাজার ৯৬৮ টাকা। ২০২৫—২৬ অর্থ বছরে তিনি আয়কর দিয়েছেন ৮০ হাজার টাকা। আয়কর বিবরণিতে এক সন্তানের বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন ৩ লাখ টাকা, সন্তানের মোট সম্পদ দেখিয়েছে ৯ লাখ ১০ হাজার টাকা।

আমজাদ হোসেনের বিরুদ্ধে ৭টি মামলা ছিলো। যার মধ্যে একটি থেকে তিনি অব্যহতি পেয়েছেন এবং ৬টি থেকে খালাস পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত, আমজাদ হোসেনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর—২ আসনে বিএনপি প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মেহেরপুরে তীব্র শীতে সবজির বাজার স্থিতিশীল

মেহেরপুর কাঁচাবাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম গত সপ্তাহের সাথে স্থিতিশীল রয়েছে। শীতকালীন সবজির দাম ও স্থিতিশীল। সপ্তাহের ব্যবধানে বেশ কিছু সবজি ও নিত্যপণ্যের দামে কেজিপ্রতি ১০ থেকে ২০

টাকা ওঠানামা দেখা গেছে।

গতকাল শুক্রবার মেহেরপুর কাঁচাবাজার পরিদর্শন করে এসকল ওঠনামা দেখা যায়।

পাইকারি বাজারে নতুন আলু ২৫ টাকায় অপরিবর্তিত, পেয়াজ ৫০ টাকা থেকে কমে ৪৫ টাকায়, রসুন ৫০ টাকায় অপরিবর্তিত, কাচা মরিচ ৪৫ টাকা থেকে বেড়ে ৭০ টাকা, আদা ৩০ টাকা কমে ১২০ টাকা। বেগুন ৩৫ টাকা থেকে কমে ৩০ টাকায়, শিম ও মূলা ১০ ও ৩০ টাকায় স্থিতিশীল, পটল ৯০ টাকায় স্থিতিশীল, টমেটো ৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৬০ টাকায়, শশা ৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৬৫ টাকা, পেঁপে ২০ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে। শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি ৫ টাকা কেজি, বাধাকপি ১০ টাকা কেজি ও পালংশাক ১০ টাকা বেড়ে ৩০ কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

খুচরা বাজারে নতুন আলু ৩০ টাকায় অপরিবর্তিত, পেয়াজ ৬০ টাকা থেকে কমে ৫৫ টাকায়, রসুন ৬০ টাকায় অপরিবর্তিত, কাচা মরিচ ৬০ টাকা থেকে বেড়ে ৮০ টাকা, আদা দাম কমে ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বেগুন ৪০ টাকায় স্থিতিশীল , শিম ও মূলা ২০ ও ৪০ টাকায় স্থিতিশীল, পটল ১১০ টাকায় স্থিতিশীল, টমেটো ৬০ টাকা থেকে বেড়ে ৮০ টাকায়, শশা ৬০ টাকা থেকে বেড়ে ৮০ টাকা, পেঁপে ২৫ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে। শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি ১০ টাকা কেজি, বাধাকপি ২০ টাকা কেজি ও পালংশাক ১০ টাকা বেড়ে ৪০ কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারে রুই ২০০-৪০০ টাকা, তেলাপিয়া ১৫০ টাকা, পাঙাস ১৬০ টাকা, সিলভার ১৮০ টাকা, জিওল ২৫০-৩৫০ টাকা, ইলিশ ৩০০-৩০০০ টাকা, দেশি চিংড়ী ১০০০ টাকা, গলদা ৭০০ টাকা।

মুরগীর বাজারে ব্রয়লার মুরগি ১৭০, সোনালি মুরগি ২৬০, লেয়ার মুরগি ২৬০৷ ছাগলের মাংস ১১০০ টাকায় এবং গরুর মাংস ৭৫০ টাকায় অপরিবর্তিত।

সবজি বিক্রেতারা জানান, “বাজারে সরবরাহ ভালো আছে। পাইকারিতে দাম কম থাকায় খুচরা বাজারেও দাম কম। দাম কম হলে ক্রেতা বেশি আসছে, এতে বিক্রি অনেক ভালো হচ্ছে।”

অন্যদিকে ক্রেতারা বলেন, “আগের তুলনায় এখন সবজির দাম অনেক কম। পরিবারের জন্য বাজার করে অনেক স্বস্তি পাচ্ছি। প্রতিদিনের কেনাকাটায় কম খরচ হচ্ছে, এটাই বড় সুবিধা।”